

## মুসলিম ভাই এবং বোনদের প্রতি

লেখকঃ আলী সিনা [Ali Sina](#)

অনুবাদকারীঃ ইমরান হোসেন

[www.faithfreedom.org](http://www.faithfreedom.org)

**কিছু কথাঃ** আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলী সিনার এই প্রবন্ধটি পড়ার জন্য। আপনাদের পরিচিত যারা আছেন তাদের এটি প্রিন্ট করে বা লিঙ্ক পাঠিয়ে পড়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানান। এই প্রবন্ধটির মূল ভাব বুঝার জন্য দয়া করে একটু সময় নিয়ে সম্পূর্ণ পড়ুন। এটিতে বেশ কিছু লিঙ্ক আছে যেগুলো রিলেটেড আরটিকেল গুলোর সাথে যুক্ত, কিন্তু সব গুলো ইংরেজী। আমি (এবং অন্য বাংলা লেখকগণ) চেষ্টা করব বাকি গুলো বাংলায় অনুবাদ করতে। এই ইরানী ভদ্রলোক ইংলিশ, ফারসী এবং আরবি ভাষায় যোগাযোগ করতে পারেন। উনি আপনাদের কাছ থেকে উত্তর পেতে চান। আপনারা যদি না পারেন, তাহলে আপনাদের পরিচিত ইসলাম জ্ঞানীদের নিমন্ত্রণ জানান। ধন্যবাদ, ইমরান হোসেন, [ImranHossainBD@hotmail.com](mailto:ImranHossainBD@hotmail.com)।

‘ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম’। এ কথাটি সুবিবেচক রাজনীতিবিদরা আমাদের বলে থাকেন। কিন্তু যেটি সুবিবেচিত সেটি প্রয়োজনীয় ভাবে সঠিক নয়। সত্য ঘটনাটি হচ্ছে ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম নয়। এটি একটি ঘৃণা, আতঙ্ক এবং যুদ্ধের ধর্ম।

**কোরান** এবং হাদিস সম্পূর্ণ পাঠ করার (পড়ার) পরে জানা যায় যে মুসলিম প্রচারকরা ইসলামকে সৎভাবে তুলে ধরছেন না এবং এটি এই পৃথিবীর মুসলিমসহ বেশিরভাগ মানুষেরা জানে না। ইসলাম, যেটি কোরান এবং মোহাম্মদের আদর্শ (যেটি হাদিসে বর্ণিত) দ্বারা শেখান হয়, সেটি হচ্ছে একটি **অবিচার**, **অসহিষ্ণুতা**, **নৃশংসতা**, **অসমঞ্জসতা**, **বৈষম্যতা** (discrimination), **পরস্পর-বিরোধী** এবং অন্ধবিশ্বাস পূর্ণ ধর্ম। ইসলাম **অমূল্যমদের খুন করার** (৪:৮৪) পক্ষে থাকে এবং **সংখ্যালঘু** (৯:২৯) ও **নারীদের** (২:২২৮) অধিকার বঞ্চিত (হ্রাস) করে। ইসলাম প্রধানতঃ **জিহাদ** (৪:৮৪) (holy war) দ্বারা এবং জবরধস্তি করে **অমূল্যমদের হত্যা করে** (৮:১২) প্রসার করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে **ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা** (৪:৮৯) সবচেয়ে বড় পাপ। মোহাম্মদ নিজেই একজন আতঙ্ককারী ছিলেন, তাই ইসলাম থেকে সন্ত্রাস আলাদা করা সম্ভব নয়। ইসলাম মানে হচ্ছে সমর্পন এবং এই ধর্ম দাবি করে সকল অনুসরণকারীদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাভাবনা মোহাম্মদ এবং তার কল্পিত আল্লাহর কাছে সমর্পন করতে। আল্লাহ এমন এক দেবত্ব যেটি যুক্তি, গনতন্ত্র, **ব্যক্তি স্বাধীনতা** (৩৩:৩৬) এবং মুক্ত অভিব্যক্তি অবজ্ঞা করে (ছিনে নেয়)।

আমি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করি ১) কারণ মোহাম্মদের ন্যায়পরায়ণতা এবং নৈতিক আদর্শের অভাব ছিল ২) কুরানের অসমঞ্জসতা কারণে।

১) মোহাম্মদ পবিত্র জীবন থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তার **সেক্স কামনা**, **কাজের মেয়ে** এবং **ত্রীতদাসদের** সাথে প্রেম, ৯ বছরের শিশু মেয়ে **আয়শার** সাথে বিবাহ ৫৩ বছর বয়সে, ব্যয়োন্মত্ততা, বিনা বিচারে খুন এবং **সমূলে ইহুদি বিলোপসাধন**, ত্রীতদাস বানানো এবং ব্যবসা করা, **সমালোচকদের হত্যা**, ব্যবসায়ী এবং অস্ত্রহীন গ্রামবাসীদের উপর হামলা এবং মালামাল লুট, **গাছ পুড়িয়ে দেয়া**, পানি সরবারহ বন্ধ করে দেয়া, অভিশাপ দেয়া এবং শত্রুদের উপর মন্দ ডেকে আনা, যুদ্ধে আটক পরা কোয়েদিদের

উপর প্রতিশোধ নেয়া, বন্দিদের উপর যন্ত্রনা করা, এবং অলিভভাবে বৌদের সাথে সেক্স করার কল্পনা কিন্তু আসলে হয়নি, এসব মোহাম্মদকে এক বিবেকবান মানুষ হিসেবে অযোগ্য করে তুলে যে উনি খোদার (গডের) বার্তাবাহক (মেসেঞ্জার) হতে পারে না।

২) এক পরিপূর্ণ (নিরপেক্ষ) কোরান পাঠ প্রমাণ করে যে এই বই একটি মিরাকেল নয়, একটি ধোকা। কোরানে বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক, যুক্তি ও ব্যাকরণে বহুসংখ্যক ভুল আছে এবং এটি নৈতিক প্রতারনামূলক পূর্ণ। এই মহাবিশ্বের মালিক কি কোরানের লেখকের মত অজ্ঞ হতে পারে?

কোরান মুসলিমদের বলে অবিশ্বাসীদের খুন করতে যেখানেই পাওয়া যায় (২:১৯১), কাতল করতে এবং কঠোরতা প্রদর্শন করতে (৯:১২৩), হত্যা করতে (৯:৫), এবং বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (৮:৬৫), বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নিতে, (২৫:৫২) তাদের উপর অনমনীয় হতে কারণ তারা দোজখবাসী (নরকবাসী) (৬৬:৯) এবং তাদের মাথা মটকিয়ে (গর্দান করে) দিতে; গর্দানের পরিশেষে বাকি গুলো মজুত করে বাধতে মুক্তিপনের জন্য (৪৭:৪)।

এমন করে পেইগানদের (মূর্তি পূজাকারকদের) সাথে আচরণ করতে হবে। খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের জন্য, তাদের বশে আনার হুকুম এবং হীন করে জরিমানা হিসেবে ট্যাক্স ধার্য করা (৯:২৯) এবং তারা যদি প্রতিরোধ করে, তাহলে খুন করতে।

কোরান সম্পূর্ণ বিশ্বাস-স্বাধীনতা বিরোধী এবং ইসলাম ছাড়া অন্যকোন ধর্ম অনুমোদন করে না (৩:৮৫)। যারা ইসলাম বিশ্বাস করে না, এই বই তাদের অপমান করতে বলে (৫:১০), এবং বলে তারা নাজি (নোংরা, অস্পর্ষনীয়, ভেজাল) (৯:২৮), মুসলিমদের হুকুম দেয় তাদের সাথে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম একমাত্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হয় (২:১৯৩), হত্যা করতে বা ত্রুশবদ্ধ করতে বা হাত এবং পা কেটে দিতে এবং লাঞ্ছনা করে এলাকা থেকে বহিস্কার করতে।

কোরান বলে যে অবিশ্বাসীরা কঠিন শাস্তি পাবে পরকালে (৫:৩৪) এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে তারা দোজখে (নরকে) ফুটন্ত পানি পান করবে (১৪:১৭), ধোয়া এবং আগুনের ফস্কি তাদের ঘেরাও করে রাখবে, এবং তারা যদি মুক্তি পেতে চায় (পানি পান করতে চায়) তাদের গলিত সীসার মত পানি দেয়া হবে যেটা তাদের মুখমন্ডল ও চামড়া পুড়িয়ে দিবে (১৮:২৯) এবং ‘আগুনের পোশাক তৈরি করা হবে এবং গরম পানি মাথার উপরে ধালা হবে এতে পেটের ভিতরের চামড়া সহ সব কিছু গলে যাবে এবং গরম লোহার রড দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে (২২:১৯-২১)।

কোরান মুসলিমদের আরও বলে যে পিতা এবং ভাইদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যদি তারা ইসলাম বিশ্বাসী না হয় (৯:২৩), (৩:২৮)।

নারীদের জন্য আল্লাহর বই জোরাল যে তারা পুরুষদের থেকে হীনতর এবং তারা যদি স্বামীদের কথা না শুনে তাহলে স্বামীদের অধিকার আছে বৌদের পিটান (৪:৩৪)। স্বামীদের অমান্য করার শাস্তি এখানেই শেষ নয়, কারণ যখন মরবে তখন তারা (বৌরা) দোজখবাসী হবে (৬৬:১০)। কোরান জোর দিয়ে বলে যে পুরুষদের সুযোগ সুবিধা নারীদের থেকে উপরে (২:২২৮)। সম্পত্তির জন্য (উত্তরাধিকারে) এই বই শুধু নারীদের অধিকার খর্ব (ত্যাগ্য) করে না (৪:১১-১২), এটি আরও বলে যে নারীরা কোর্টে কেইস ফাইল করতে পারবে না যদি সেটি পুরুষ মানুষ দ্বারা সংগত করা না হয় (২:২৮২)। এর মানে হচ্ছে যে কোন নারী যদি ধর্ষিত হয় তাহলে সে ধর্ষককে দায়ী করতে পারবে না যে পর্যন্ত পুরুষ সাক্ষী হাজির না করা হয়। মোহাম্মদ পুরুষদের চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে (যদিও তার বৌ এর তিন গুনের বেশি ছিল) এবং তাদের লাইসেন্স দিয়েছে ‘ডান হাতে’ নারীদের (যুদ্ধে আটক পরা নারীদের) সাথে মজা করার

জন্য এমন কি নারীরা যদি বন্দি হবার আগে বিবাহিত হয়েও থাকে (৪:২৪), যত গুলো যুদ্ধে বন্দী করা যায় বা সমর্থ করা যায় বা কিনা যায় (৪:৩)।

যে মানুষটি নিজেকে একজন গডের মেসেঞ্জার হিসেবে দাবি করেছিল, ‘সকল মানুষের জন্য গডের তরফ থেকে এক আশীর্বাদ,’ উনি এসব করেছিলেন। সুন্দর নারীরা যেমন [জুয়াইরিয়াহ](#), রায়হানা এবং [সাফিয়াহদের](#) ধরা হয়েছিল যখন মোহাম্মদ বানু আল-মুতালিক, [কুরায়জা](#) এবং [নাদির](#) নামক উপজাতিদের হানা করেন। এই নবী তাদের স্বামী, বাবা ও পুরুষ স্বজনদের হত্যা করেন এবং তার লোকদের ধর্ষণ করতে দিয়েছিলেন এবং তিনি সবচেয়ে সুন্দরটিকে নিজের জন্য রাখেন এবং ধর্ষণ করেন একই দিনে যখন ওই নারীগুলো তাদের নিকটজনদের হারিয়ে আত্মহারা হয়েছিলেন।

এই বই (ওয়েবসাইট) যুক্তি সহকারে ইসলামকে তুলে ধরে। এটি অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস কে প্রত্যাখ্যান করে যেটি বিচারশক্তি দিয়ে দাঁড়া করা যায় না। এটি প্রশ্ন করে এবং সতর্ক চিন্তাভাবনা তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করে। এটি মনুষ্যজাতিকে একত্রিকরন, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার (equality) রক্ষা করতে সহায়তা করে; কুসংস্কার দূর করে এবং ধর্মত ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে।

এই বিশ্ব যেটি টেকনোলজিকেলি এত এ্যাডভান্স (অগ্রসর) সেখানে এমন কিছু গরীব দেশ আছে যারা ঠিক মত খেতে পারে না কিন্তু নিউক্লিয়ার এবং বায়োলজিকেল ওয়েপনস (অস্ত্র) বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, একটু ভুল বুঝাবুঝি সর্বনাশা ডেকে আনতে পারে। মানুষের মধ্যে ধর্ম হচ্ছে সবসময়ই ভুল বুঝাবুঝির বড় একটি উৎস (কারণ)। ধর্মের জন্য অসংখ্য মানুষ আছে যারা মরতে, খুন করতে, এবং সব কিছু ধ্বংস করতে প্রস্তুত। ইসলাম মারাত্মকভাবে ঐরকম আক্রমণ জাগিয়ে তুলতে উৎসাহ করে। শুধুমাত্র একজন মুসলিমই বিশ্বাস করে যে সে বেহেস্তে যাবে যদি সে অন্য কোন মানুষ খুন করে। শুধুমাত্র একজন মুসলিমের কোন সম্মান নেই মানুষের জীবনের প্রতি কারণ এসব মানুষের বিশ্বাস ওই মুসলিমের কাছে সঠিক নয়।

গত কয়েক যুগ ধরে নতুন সন্ধান প্রাপ্ত তেলের আশীর্বাদে বেশ কিছু ইসলামী দেশ গুলো ধনী হবার কারণে এবং অসংখ্য পরিমাণে পশ্চিমা দেশ গুলোতে ইমিগ্রেশনের আশীর্বাদে ইসলামী গোড়ামী একদম চুড়ায় উঠেছে এবং জিহাদী মনোভাব নতুন করে জন্ম নিয়েছে। এই উৎসাহ সন্ত্রাসবাদ, বিপ্লব (রাজনৈতিক পরিবর্তন) এবং আন্দলনে পরিনত হয়েছে, এবং বিশ্ব শান্তি এক বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষ এক হুমকির ভিতরে আছে।

কোরান মুসলিমদের বলে অমুসলিমদের হত্যা করতে যেখানেই তাদের পাওয়া যায় (২:১৯১), বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতে (৩:২৮), তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং রাগ (কঠোরতা) প্রদর্শন করতে (৯:১২৩), এবং তাদের মাথা মটকিয়ে (গর্দান করে) দিতে (৪৭:৪)।

একটু বিরতি নেই এবং ইসলামের ২য় চেহারাটা এক পলকের জন্য দেখি। এসব কি সত্যই গডের বাণী হতে পারে? মুহাম্মদ কি সত্যই গডের মেসেঞ্জার ছিল, না কি একজন উম্মাদ ছিল, হিটলার যেরকম ভাবে ধার্মিক অনুভূতি দিয়ে প্রতারণা করে বিশ্ব জয় ও শাসন করার চেষ্টা করেছিল এনং অফুরন্ত আত্মমহিমা পাবার মিনতি করেছিল?

ইসলাম একটি বিশ্বাস (গভীর ভক্তি) যেটি তৈরি হয়েছে এক সায়কোপাথ (মানসিক অস্থিরতারূপ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি) দ্বারা। এই ধর্ম সংশোধিত করা সম্ভব নয়। এটিকে অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে। ইসলাম বলে পৃথিবী সমতল, নিষ্কিণ্ড আকাশের তারকা গুলো আল্লাহর তীর যেগুলো দিয়ে আল্লাহ [জিনের](#) দিকে ছুড়ে মারে যারা স্বর্গ আরোহন করে কান পেতে মহিমাম্বিত সমাবেশের কথা শুনে, কিন্তু এসবের জন্য ইসলামকে নিশ্চিহ্ন (বিতাড়ন বা উৎপাটন) করতে হবে না। এই রূপকথা গুলো এমন কি আমাদের মনোরঞ্জন

করতে পারে। ইসলামকে অবশ্যই যেতে হবে কারণ এটি ঘৃণা করতে শিখায়, এটি অমুসলিমদের হত্যা করতে হুকুম দেয়, এটি নারীদের ডাবিয়ে রাখে, এবং এটি মানব অধিকার ভঙ্গ (লঙ্ঘন) করে। ইসলামকে অবশ্যই যেতে হবে না কারণ এটি একটি ভুয়া ধর্ম, কিন্তু এই ধর্ম ধ্বংসকর, এটি ভয়ংকর; এটি মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি। ইসলামী দেশ গুলোতে গন-বিরোধী অস্ত্রের প্রসারে (ছড়াছড়িতে) আমাদের সভ্যতাকে টিকে রাখার জন্য ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব হুমকি (ঝুঁকি) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামের ক্ষতিকর দিক গুলো আপনাকে বুঝাবার জন্য, চলুন কোরান থেকে কিছু আয়াত নেই এবং ‘অমুসলিম’ শব্দের স্থলে ‘মুসলিম’ শব্দটি বসিয়ে দেই এবং দেখুন কেমন দেখায়ঃ

আমরা মুসলিমদের আত্মায় ভীতি সঞ্চার করব, সুতারাং মুসলিমদের ঘাড়ের উপরে আঘাত করে সমস্ত প্রত্যঙ্গ (হাত-পা) কেটে ফেল। ৮:১২,

অমুসলিমদের উচিত হবে না মুসলিমদের বন্ধু বা সহকারী হিসেবে নেয়া। ৩:২৮,

অমুসলিমদের জাগিয়ে তুলেন (উৎসাহ করেন) মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ৮:৬৫,

যেখানেই মুসলিমদের পাও সেখানেই যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। ৯:৫,

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, গড তাদের শক্তি দেবেন তোমাদের হাতে, আর তাদের লাঞ্চিত করবেন। ৯:১৪,

ওহে অমুসলিমরা ! তোমরা বাবা এবং ভাইদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না যদি তারা ইসলাম ভালবাসে। ৯:২৩,

ওহে অমুসলিমরা ! নিঃসন্দেহ, মুসলিমরা নোংরা (অপবিত্র)। ৯:২৮,

ওহে অমুসলিমরা ! মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আর তারা যেন তোমাদের মধ্যে দেখতে পায় কঠোরতা। ৯:১২৩,

সুতারাং, যখন মুসলিমদের দেখতে পাও (মোকাবেলা কর) তখন তাদের মাথা মটকিয়ে দাও (গর্দান কর)। ৪৭:৪,

**এসব মন্দ উপদেশ কি কোন গড দিতে পারে?**

আমাদের আরেকটি বিশ্ব যুদ্ধ মোকাবিলা করতে হবে না। আমরা এইসব পাগলামি বন্ধ করতে পারি ইসলামকে সরিয়ে। আমরা একই পরিবারের সদস্যের মত সকলকে ভালবাসতে পারি এবং আমাদের বৈচিত্র্য উদযাপন করতে পারি। আমরা একটি সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারি আমাদের সন্তানের জন্য। আমরা একত্রে ঐক্যমিলনের গান গেতে পারি। আমরা এই পৃথিবীকে একটি স্বর্গ বানাতে পারি কিন্তু প্রথমে আমাদের মিথ্যা উপদেশাবলী সরাতে হবে যেটি মানবজাতিকে দুই ভাগ করে, ‘আমাদের (মুসলিমদের)’ বনাম ‘তাদের (কাফিরদের)’ এবং বিশ্বাসী বনাম অবিশ্বাসী।

আপনি এবং আমি দুজনই মানুষ। আমরা মনুষ্যপ্রকৃতির অঙ্গ। আমরা একই পরিবারের সদস্য - ‘মনুষ্য পরিবার’। গড আমাদের তৈরি করেছেন কারণ উনি আমাদের ভালবাসেন। উনি যেটি তৈরি করেছেন সেটি

ধ্বংস করবেন না। মোহাম্মদ ছিলেন উম্মাদ। যেমন হিটলার ছিল জ্ঞানী কিন্তু এক সুবিধাবাদী সায়কোপাথ। দয়া করে কোরান এবং মোহাম্মদের আসল ইতিহাস পড়ুন। আজকের ইসলাম গুনগানকারী (কৈফিয়তদানকারী) লোকেরা যেটি লিখেছে সেটি পড়বেন না, পড়ুন পূর্ব ইতিহাস-রচয়িতাদের লেখা। আল ওয়াকিদ, [ইবনে ইশাক](#) এবং আল তাবারি প্রমুখের বইগুলো পড়ুন। [হাদিস](#) পড়ুন এবং নিজেকে প্রশ্ন করেন যে আমি যা বলেছি তা সত্য কি না। আমরা কোটি কোটি মানুষ এক উম্মাদকে অনুসরণ করছি। এটি একটি বিরাট ট্রেজেরি। একটু দেখুন ইসলামী বিশ্বটি কেমন দুর্দশায় ডুবে আছে - দরিদ্রাবস্থা এবং অতীব অজ্ঞতায় পূর্ণ। আমাদের পূর্বপুরুষদের জোরাজুরি করা হয়েছিল বলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রশ্ন করার কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমাদের এখন সেই সুযোগটা আছে। এখন কি সময় না অন্ততঃ আমরা যেটিকে বিশ্বাস করি সেটিকে একটু জানি?

এই ওয়েবসাইট ইসলামের অপ্রিয় সত্য গুলো তুলে ধরে। এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম কোন গডের ধর্ম নয়। আপনি যদি আমার কথায় অসম্মত হন, তাহলে আমাকে ভুল প্রমানিত করুন এবং আমি **প্রমিস (প্রতিজ্ঞা)** করছি যে আমি এই ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দিব। আমি ইসলাম গুনগানকারীদের চ্যালেঞ্জ করছি আমাকে ভুল প্রমানিত করতে অথবা দুনিয়াকে অর্ধসত্য এবং ভুল তথ্য দিয়ে প্রতারণিত না করতে। কিন্তু কোন মুসলিম যদি না পারে আমাকে ভুল প্রমানিত করতে যেরকম [অনেক মুসলিম চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থ](#) হয়েছে, তাহলে আমি আপনাকে আমন্ত্রন জানাই এই সাইটের বিভিন্ন লেখকদের (বৈশিষ্ট্য ভাগ প্রাপ্তন-মুসলিমদের) [আরটিকে \(প্রবন্ধ\)](#) গুলো পড়ে কোরান এবং হাদিসের অন্ধকার দিক গুলো সম্পর্কে জানতে এবং মুসলিম গুনগানকারীরা যারা ইসলামকে সত্য প্রমাণ করতে চেয়েছিল তাদের সাথে যে [ডিবেইট](#) (বিতর্ক) করেছি তা পড়তে।

আমি আপনাকে নিমন্ত্রন জানাই সত্যটি জানতে যেটি আমি কুরান এবং হাদিস থেকে কোট করেছি (তুলে নিয়েছি) যা আমাকে কলম ধরতে বলেছে। সবকিছুর উপরে, আমি নিমন্ত্রন জানাই আপনাকে ইসলামের ভিকটিম (শিকার) হিসেবে গন্য করতে তাহলে আপনি এই তথাকথিত ধর্মের খারাপ জিনিসটি বুঝবেন। আমি চাই আপনি আপনাকে প্রশ্ন করুন যে আপনি অমুসলিমদের কাছে এরকম কোন মত ব্যবহার (আচরণ) পেতে চান কি না যেটি ইসলাম এবং মুসলিমরা করে থাকে অমুসলিমদের যখন মুসলিমরা সংখ্যাপ্রধান (যেমন, সৌদি আরব, তালিবানি আফগানিস্তান ইত্যাদি)। অবশেষে আমি আপনাকে আমন্ত্রন জানাই ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতে এবং ইসলাম ত্যাগকারীদের সাথে মিলিত হয়ে এই পৃথিবীটিকে 'ইসলামী ধ্বংস' থেকে রক্ষা করতে।

চলুন আমরা এই দুনিয়ার বর্তমান ধ্বংস থেকে রক্ষা করি। আমাদের কোন বিশ্ব যুদ্ধ মোকাবিলা করতে হবে না। আমরা এখনই এই পাগলামি বন্ধ করতে পারি। আমরা একে অপরকে একই পরিবারের সদস্য হিসেবে ভালবাসতে পারি এবং একই বাগানের ফুলের মত আমাদের বৈচিত্র্য উদযাপন করতে পারি। আমরা এক সুন্দর জগৎ বানাতে পারি আমাদের সন্তানের জন্য। আমরা আনন্দের গান এক সাথে মিলে মিশে গেতে পারি। আমরা এক পরিবর্তন আনতে পারি। এক মিথ্যাবাদী সায়কোপাথকে সাহায্য করবেন না আপনাকে বোকা বানাতে। ঘৃণার পাত্র হবেন না। মোহাম্মদ মিথ্যা বলেছিল। এই ওয়েবসাইট সেটি প্রমাণ করে।